

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী সহায়িকা

পরীক্ষায় প্রশ্ন নির্বাচন ও খাতায় উপস্থাপন

আমি শিক্ষার্থী
আলোকিত জীবনের আমি শিক্ষার্থী
আমি মনোআলোকিত জীবনের অভিযাত্রী
সময়কে আমি মনোযোগ দিয়ে শিখবো
জ্ঞানকে সেবায় সময়কে কাজে লাগাবো
জ্ঞানকে সেবায় পরিণত করবো
জীবনে ১ম হবো
ক্লাসে ১ম ও
জীবনে ১ম হবো



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

১/১ পায়োনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৩৯১৩৯১, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

শাহবাগ : ৯৬১৪৬৪৪, ০১৭৪০-৯৭৮৬০১

E-mail : info@quantummethod.org.bd Website : www.quantummethod.org.bd

প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত

- প্রতিটি প্রশ্নের জন্যে সময় হিসেব করুন। পরীক্ষার পুরো সময়কে মোট যে কয়টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তা দিয়ে ভাগ করুন। তারপর প্রতিটি প্রশ্নের জন্যে বরাদ্দকৃত সময় থেকে ৩/৪ মিনিট রাখুন রিভিশনের জন্যে। যেমন- ৩ ঘণ্টায় যদি ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহলে একটি প্রশ্নের জন্যে আপনি পাচ্ছেন সর্বোচ্চ ৩৬ মিনিট। এক্ষেত্রে ৩২ মিনিটের মধ্যে উত্তর লিখে শেষ করতে সচেষ্ট থাকুন। পরীক্ষার সময়ের শেষ ২০ মিনিট রাখুন পুরো খাতা রিভিশনের জন্যে।
[তবে কিছুটা সহজ ও কিছুটা জটিল প্রশ্নের ক্ষেত্রে পরীক্ষার পুরো সময়কে সব প্রশ্নের জন্যে সমভাবে বণ্টন না করে জটিল প্রশ্নে একটু বেশি সময় দিন]
- প্রশ্ন পেয়ে শুরুতেই সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রটি (উভয় পিঠ, যদি থাকে) একাধিক বার পড়ুন। কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা দেখুন। এবার কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছেন তা চিহ্নিত করুন। চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়ে গেলে আবার তা চিহ্নিত করুন। কেননা ডাবল চিহ্ন সহজেই নজরে পড়বে এবং তা নিশ্চিত করবে যে, সে প্রশ্নগুলো লেখা হয়ে গেছে।
- পরীক্ষার প্রশ্ন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ‘সবচেয়ে ভালো জানেন’ এমন প্রশ্নের সাথে সাথে সে প্রশ্নের জন্যে বরাদ্দকৃত নম্বর দেখে নিন। কারণ বেশি নম্বরবিশিষ্ট একটি প্রশ্নের পরিবর্তে কম নম্বরবিশিষ্ট দুটি প্রশ্নের উত্তরে গড়পড়তায় বেশি নম্বর ওঠে। যেমন- ৮ নম্বরের একটি প্রশ্নের পরিবর্তে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিলে (যেখানে নম্বর বিভাজন আছে $৫+৩=৮$ কিংবা $৪+৪=৮$) বেশি নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধরা যাক, ১ নং প্রশ্নে একটি প্রশ্নই করা হয়েছে। ২ নং প্রশ্নে ক ও খ অংশ আছে। ৩ নং প্রশ্নের দুটো ভাগ আছে। এক্ষেত্রে ২ ও ৩ নং প্রশ্ন নির্বাচন করা যেতে পারে।

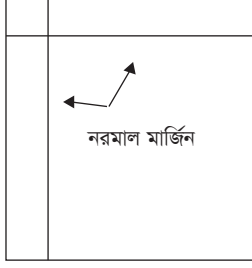
প্রশ্নমান

- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যা জান লিখ। ৮
- (ক) রাষ্ট্রের কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৪
(খ) একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের মডেল ব্যাখ্যা কর। ৪
- সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে? সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহ কী কী?

- যে প্রশ্নের উত্তর করছেন তা ভালোভাবে পড়ুন এবং প্রশ্নে কী জানতে চাওয়া হয়েছে বা কোন শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তা বুঝে উত্তর করুন। যেমন- বর্ণনা কর, ব্যাখ্যা দাও, সংজ্ঞা লিখ, মতামত দাও, বিশ্লেষণ কর, তাৎপর্য লিখ- এই প্রতিটির উত্তরের আঙ্গিক ভিন্ন। তাই প্রশ্ন দেখে উত্তরের আঙ্গিক সাজিয়ে নিতে হবে, অর্থাৎ ‘এনসার ম্যাপিং’ ঠিক করতে হবে প্রস্তুতি পর্বে নোট করার সময়ই।
- একটি প্রশ্নের উত্তর খুব ভালো করে দিতে গিয়ে অপর একটি প্রশ্নের উত্তর যেন বাদ না যায় তা খেয়াল রাখুন। কারণ একটির চেয়ে দুটি প্রশ্নের উত্তর একটু ছোট হয়ে গেলেও গড়পড়তায় নম্বর বেশি আসে। এছাড়া বাধ্যতামূলক কোনো প্রশ্ন পুরোপুরি কমন না পড়লেও নিজের চেষ্টায় যতটা পারা যায় লিখুন। আবার সর্বশেষ প্রশ্নে যদি থিউরি ও ম্যাথ থাকে, দুটোই আপনার জানা কিন্তু সময় কম, সেক্ষেত্রে আগে ম্যাথ দিন, তারপর থিউরি উত্তর করুন। [অবশ্য এটা নির্ভর করবে ম্যাথ ও থিউরির জন্যে বরাদ্দকৃত নম্বরের ওপর]

খাতায় দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনার জন্যে

১. মূল খাতা ভাঁজ না করে স্কেলের সাহায্যে মার্জিন টানুন। মার্জিন পেন্সিলে হবে। খাতার ওপরে ও বামে ১ ইঞ্চি বা নরমাল স্কেলের প্রস্থের সমান মাপে। স্কয়ার স্কেল ব্যবহার করেও মার্জিন দেয়া যায়, তবে এতে খাতার পরিসর কমে যায় বলে প্রথম টাইপের মার্জিন ব্যবহার করাই ভালো। বামদিকের মার্জিন একটু বেশি চওড়া হতে পারে। এতে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা (লুজ শিট) পিনের সাহায্যে সংযুক্ত করলেও লেখা ভেতরে চলে যাবে না। সময়ের অভাবে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা মার্জিন করা



প্রথম টাইপ : নরমাল মার্জিন খাতা

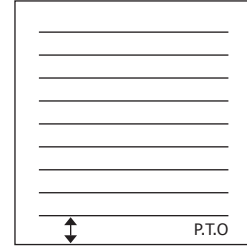


দ্বিতীয় টাইপ : স্কয়ার মার্জিন খাতা

না গেলে তা পরিমাণমতো ভাঁজ করে নিতে পারেন। তবে হিসাববিজ্ঞান পরীক্ষায় শুধুমাত্র থিউরি উত্তর করার সময়ই মার্জিন টানুন। কারণ জাবেদা, খতিয়ানের নিজস্ব ছক থাকার কারণে পুরো খাতায় মার্জিন টানার সুযোগ নেই।

২. খাতার একেবারে শেষ পর্যন্ত না লিখে (যদি কোনো উত্তর একাধিক পৃষ্ঠায় লিখতে হয়) অন্তত আধা ইঞ্চি ফাঁকা রাখুন।

৩. একাধিক পৃষ্ঠায় উত্তর লিখলে অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য বা অ.পৃ.দ্র. না লিখে খাতার ডানদিকে নিচে শুধু P.T.O (Please Turnover এর সংক্ষিপ্ত রূপ) লেখা যেতে পারে, তবে না লিখলেও কোনো অসুবিধা নেই। এক্ষেত্রে P.T.O এর বিকল্প হিসেবে তীর চিহ্ন [→] ব্যবহার না করাই ভালো। পুরো খাতায় পৃষ্ঠা নম্বর দেয়াও অপ্রয়োজনীয়।



খাতার নিচে এটুকু অংশ ফাঁকা থাকবে

৪. খাতায় 'SLGS' অর্থাৎ S= Solid, L=Liquid, G=Gas, S=Solid পদ্ধতি অনুসরণ করে লিখুন। 'সলিড' মানে সবচেয়ে ভালোভাবে জানা প্রশ্নের উত্তর সবার আগে লিখুন। 'লিকুইড' মানে সলিডের চেয়ে একটু কম জানা প্রশ্ন। 'গ্যাস' মানে লিকুইডের চেয়ে কম জানা প্রশ্ন। এবং খাতায় সবশেষে করণ আবারো সবচেয়ে ভালোভাবে জানা প্রশ্নের উত্তর, মানে সলিড।
৫. প্রশ্নপত্রে যদি মোট ৬টি প্রশ্ন থাকে এবং সেখান থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সেক্ষেত্রে 'SLGS' ফর্মুলা অনুসারে ২ নং বা ৪ নং প্রশ্ন সবার আগে উত্তর করতে পারেন, যদি এগুলো আপনার জন্যে 'সলিড' হয়। তারপরে লিকুইড বিবেচনায় ধরা যাক ১ নং, গ্যাস বিবেচনায় ধরা যাক ৬ নং প্রশ্নের উত্তর করণ।
- এক্ষেত্রে সলিড তালিকার নম্বরগুলোর মধ্যেও সিরিয়াল করতে পারেন। অর্থাৎ ২ ও ৪ নং প্রশ্ন- দুটোই যদি সলিড হয় তাহলে এ দুটোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে ভালো জানা তার উত্তর আগে লিখুন। সেক্ষেত্রে ধরা যাক ৪ নং আগে লিখে তারপরে ১

৬. ৪ নং বা ২ নং প্রশ্ন আগে-পরে করলেও এ প্রশ্নগুলোর ভেতরে যদি সাব-প্রশ্ন থাকে যেমন, ক, খ, গ- সেক্ষেত্রে সিরিয়ালি লিখুন। এখন এগুলো সিরিয়ালি লিখতে গিয়ে যদি মনে হয় ‘ক’ ও ‘গ’ খুব ভালো পারেন, ‘খ’ এর উত্তর মনে করতে একটু সময় লাগবে, সেক্ষেত্রে ‘খ’ লিখতে যতটুকু জায়গা লাগবে বলে মনে হচ্ছে ততটুকু জায়গা ফাঁকা রেখে ‘ক’ ও ‘গ’ এর উত্তর দিয়ে তারপর ‘খ’ লিখুন।

৪ নং প্রশ্নের (ক) এর উত্তর

৪ নং প্রশ্নের (খ) এর উত্তর

৪ নং প্রশ্নের (গ) এর উত্তর

১. প্রথমে লিখুন

৩. তারপর লিখুন

২. তারপর লিখুন

অর্থাৎ গুচ্ছ বা এক পরিবারের হলে প্রশ্নগুলো খাতায় পর পর লিখুন, ভেঙে ভেঙে নয়। যেমন- ৪ এর ক উত্তর করার পর ১ এর ক, খ ও গ এর উত্তর করা হলো, এরপরে আবার ৪ এর খ ও গ এর উত্তর করা অনুচিত। এছাড়া ৪, ১, ৬ ও ২ নং প্রশ্নের মধ্যে যদি প্রতিটিতেই কখনো ক, খ বা কখনো গ-কে মনে হয় যে কম পারার মতো সেক্ষেত্রে এ সবগুলোর উত্তর জানাগুলো লেখার পরে একবারে করতে পারেন। সেক্ষেত্রে উত্তরের জন্যে সম্ভাব্য জায়গা অনুমান করে ফাঁকা রাখুন।

৭. আপনি কত নম্বর প্রশ্নের উত্তর করছেন তা সুস্পষ্টভাবে লিখুন। তবে একই প্রশ্নের উত্তর একাধিক পৃষ্ঠায় লিখলে প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রশ্ন নম্বর দেয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় পৃষ্ঠার মাঝ বরাবর এভাবে লিখুন- ১ নং প্রশ্নের (ক) এর উত্তর [‘১ নং (ক) প্রঃ উঃ’ নয়]। ইংলিশে পরীক্ষা হলে ‘Answer to the question no.-1’ লিখুন। আন্ডারলাইন হিসেবে সরলরেখা [_____] ব্যবহার করুন, বক্ররেখা [_____] নয়।

৮. যদি এক কথায় উত্তর লিখতে হয় বা শূন্যস্থান, সত্য/ মিথ্যা, মিলকরণ থাকে তবে বাম মার্জিন বরাবর ক, খ, গ কিংবা প্রশ্নের নিজস্ব নম্বরিং স্টাইল ব্যবহার করুন।

৯. দুটো প্রশ্নের উত্তরের মাঝে কিছুটা ব্রিডিং স্পেস রাখুন। একটি প্রশ্নের উত্তর শেষ করে পরবর্তী উত্তরের জন্যে স্থান নির্বাচন করুন এভাবে-

- আগের প্রশ্ন খাতার এক তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকলে ২ ইঞ্চি সমান ব্যবধান রেখে।
- আর যদি আগের প্রশ্ন খাতার মাঝামাঝি বা দুই তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে থাকে সেক্ষেত্রে পরের পৃষ্ঠায় চলে যেতে হবে।

এছাড়া সম্পূর্ণ নতুন

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রেও

পরের পৃষ্ঠা থেকে শুরু

করুন। তবে খাতায়

কোনো পৃষ্ঠা পুরোপুরি

খালি না রাখা

বাঞ্ছনীয়।

২ নং প্রশ্নের (খ) এর উত্তর

এরকম হলে পরের পৃষ্ঠায় চলে যান

১০. শূন্যস্থান, সত্য/ মিথ্যা, মিলকরণ- এ উত্তরগুলো খাতায় সবার আগে দিতে পারেন। তারপরে ছোট প্রশ্ন, তারপরে বড় প্রশ্ন। হিসাববিজ্ঞান পরীক্ষায় আগে ঝটপট থিউরি উত্তর করে তারপর অঙ্ক করতে পারেন। এক্ষেত্রে থিউরি ও অঙ্ক একই প্রশ্নে থাকলে অঙ্কের জন্যে পর্যাপ্ত জায়গা ফাঁকা রাখুন।

১১. একটি প্রশ্নের উত্তর লেখা হলে সমাপ্তি চিহ্ন দিন শেষ লাইনের পরে আধা ইঞ্চি সমান ব্যবধান রেখে। সমাপ্তি চিহ্ন হবে এরকম সোজা লাইন [———] এরকম নয় : [———x——] বা [———○——]।

মার্জিনের
পর
বামদিক
থেকে
১ ইঞ্চি
ফাঁকা রেখে
উত্তরের
প্রথম লাইন
শুরু করুন

২ নং প্রশ্নের (ক) এর উত্তর	
<	_____

১২. পরীক্ষার খাতায় সবসময় কালো কালির বল পয়েন্ট কলমে লিখুন। ছোট ছোট শিরোনাম (যেমন উদাহরণ, সুবিধা ইত্যাদি) কিংবা ‘১ নং প্রশ্নের উত্তর’- এগুলো নীল রঙের বল পয়েন্ট কলমে লিখতে পারেন। কালো, নীল, ফিরোজা বা সবুজ রঙের সাইন পেন দিয়ে এগুলো আন্ডারলাইনও করতে পারেন। তবে কমলা, লাল, টিয়ে, হলুদ ইত্যাদি রঙের সাইন পেন একেবারেই বর্জনীয়। উত্তরের মাঝে কোনো কোনো শব্দ/ লাইন প্রমিনেন্ট করার জন্যে কালো কালিতেই আন্ডারলাইন করুন। জেল পেনে কালি ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে তা ব্যবহার না করা ভালো।

১৩. গণিত পরীক্ষায় রাফ করার জন্যে খাতার শেষ ২/১ পৃষ্ঠা বরাদ্দ রাখুন, সেখানে অঙ্কের নম্বর দিয়ে রাফ করুন। সব রাফ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সেই পৃষ্ঠায় আড়াআড়িভাবে একটি দাগ টেনে কেটে দিন। অথবা যে পৃষ্ঠায় অঙ্ক করছেন তার ডানদিকে একটা দাগ টেনে কলাম করে তারপর রাফ করতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রে সেই পৃষ্ঠা বা কলামের ওপরে শিরোনাম দিতে হবে ‘রাফ’। তবে একই পৃষ্ঠায় অঙ্কের পাশাপাশি কলাম করে রাফ করলে খাতার সৌন্দর্য নষ্ট হয়, অঙ্ক করার জায়গাও কমে যায়।

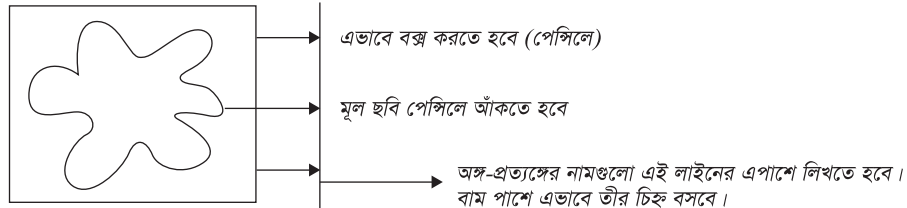
১৪. অঙ্কের ফাইনাল উত্তর আলাদাভাবে বক্স করে লিখুন এভাবে- উত্তর : ৫০০ । আসন্ন উত্তরের পাশে এভাবে (প্রায়) শব্দটি লিখুন। সম্পাদ্য-উপপাদ্য শেষে লিখুন (Proved) বা (প্রমাণিত)।

১৫. বাংলা পরীক্ষায় যে পাতায় কবিতা শুরু হবে সে পাতাতেই কবিতা শেষ করতে হবে। কবিতার নাম ও সেইসাথে কবির নামও লিখুন। কবি ও লেখকের নাম সঠিকভাবে লিখুন।

১৬. ভালো হাতের লেখা পরীক্ষার্থীর জন্যে সবসময় বোনাস। স্পষ্ট করে লিখুন, যেন সহজে পড়া যায়। প্যাঁচানো বা খুব বেশি দুর্বোধ্য হাতের লেখার স্টাইল পরিহার করুন। গণিতে r, x, n লেখার সময় সচেতন থাকুন। এছাড়া এক পৃষ্ঠায় লাইনগুলো বেশি ঘিঞ্জি বা বেশি ফাঁকা ফাঁকা করে লিখবেন না। খুব বড় বড় অঙ্করে না লেখাও বাঞ্ছনীয়।

সমৃদ্ধ উত্তরের জন্যে

১. উত্তর কত বড় হবে, তা নির্ভর করবে প্রশ্নের ধরন, বরাদ্দকৃত নম্বর এবং সময়ের ওপর। যেমন, ১০ নম্বরের জন্যে প্রস্তুতি থাকলেও যদি প্রশ্নে থাকে ৫, তাহলে সেভাবে সংক্ষিপ্ত করে উত্তর করুন। আবার ৫ নম্বরের প্রস্তুতি থাকলেও যদি ৭ বা ১০ নম্বর থাকে তাহলে কীভাবে কতটুকু বাড়িয়ে লিখবেন তা প্রস্তুতি পর্বে নোট করার সময় খেয়াল রাখুন। উত্তরে প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে চলুন। প্রশ্নে যা জানতে চাওয়া হয়েছে তাই লিখুন। অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয়, জটিল ও দুর্বোধ্য বা অবাস্তব কোনো কিছু লিখবেন না। তবে ম্যাথমেটিকেল এবং টেকনিকেল প্রশ্ন হলে রিকোয়ারমেন্ট অনুসারেই উত্তর দিন।
[সৃজনশীল পদ্ধতিতে উত্তরের নির্ধারিত রীতি অনুসরণ করুন]
২. উত্তরের শুরুতে মূল বক্তব্যের সাথে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা দিন। যেমন- ‘রাষ্ট্রের কার্যাবলি বর্ণনা কর’- এ প্রশ্নের উত্তরের শুরুতে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়ে তারপর কার্যাবলি বর্ণনা করুন। অর্থাৎ রচনামূলক বড় প্রশ্নের উত্তরে ভূমিকা ও উপসংহার রাখুন, তবে সংক্ষিপ্তাকারে। উপসংহার বোঝানোর জন্যে ‘পরিশেষে বলা যায়’ বা ইংলিশে পরীক্ষা হলে ‘In conclusion’ লেখা যেতে পারে।
৩. ভূমিকা, মূল বক্তব্য, উপসংহার ভিন্ন প্যারায় লিখুন। উত্তরের মূল বক্তব্যকেও প্রসঙ্গ অনুযায়ী কয়েকটি প্যারায় বিভক্ত করুন। একই প্রশ্নে কয়েকটি অংশ থাকলে প্রতিটির উত্তর পৃথক প্যারায় লিখুন।
৪. উত্তরের মূল বক্তব্যে ছোট ছোট শিরোনাম ব্যবহার করতে পারেন। যেমন- পদ্ধতি, উদাহরণ, উপকারিতা, সুবিধা ইত্যাদি। তবে ভূমিকা, মূল বক্তব্য, উপসংহার- এগুলো কখনোই শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করবেন না।
৫. পয়েন্টের সাহায্যে যেসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়, সেখানে অবশ্যই পয়েন্ট করে লিখুন। পয়েন্ট বোঝাতে স্টার চিহ্ন ‘☆’ না দিয়ে এভাবে (১), (২) বা (ক), (খ) দেয়া যেতে পারে। তবে সে প্রশ্নে যদি ক, খ, গ- এরকম সাব-প্রশ্ন থাকে তাহলে (ক), (খ) না দিয়ে রোমান সংখ্যা [i, ii, v, x] কিংবা বুলেট হিসেবে ‘□’ বা ‘○’ বা ‘▷’ চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬. উত্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োজনীয় টেবিল, চার্ট, ছক, ডায়াগ্রাম ব্যবহার করুন। প্রশ্ন বুঝে মনীষী/ লেখক/ বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি এবং প্রাসঙ্গিক ও বাস্তব উদাহরণও দিতে পারেন। সামাজিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় মানচিত্র, সৌরজগৎ ছাড়াও কোথাও কোনো ছবি দেয়ার সুযোগ থাকলে তা আঁকুন। ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষায় আরবি আয়াত লেখা যেতে পারে।
৭. বিজ্ঞান পরীক্ষায় সম্ভব হলে প্রতিটি উত্তরে ছবি সংযুক্ত করুন। ছবি আঁকতে হবে তীক্ষ্ণ শিষ্যবিশিষ্ট পেন্সিল দিয়ে এবং এই ফরমেটে-



চিত্র : অ্যামিবা (এটি কলমে লিখতে হবে)

[বইয়ে চিত্রের পরে যে ১০.২ বা এ জাতীয় নম্বর ব্যবহার করা হয় এর মানে ১০ নম্বর অধ্যায়ের ২ নম্বর চিত্র। পরীক্ষার খাতায় এরকম নম্বর দেয়ার প্রয়োজন নেই]

৮. যে প্রশ্নের উত্তরে ছবি দিতেই হবে সেখানে ছবি আঁকে বা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিয়ে ছবি আঁকে তারপর মূল বক্তব্য লিখুন। সময় কম থাকলে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করে হলেও ছবি দিন।

৯. সম্পাদ্য ও
উপপাদ্য বা
জ্যামিতিক
সংজ্ঞা অর্থাৎ
জ্যামিতি
বিষয়ক উত্তর
সবসময়
খাতার
বামদিকের
পৃষ্ঠা থেকে

২ নং প্রশ্নের উত্তর
সাধারণ নির্বচন : _____
এখানে জ্যামিতির
চিত্র পেন্সিলে
নিখুঁতভাবে আঁকুন
বিশেষ নির্বচন : _____
প্রমাণ : _____

(প্রমাণিত)

শুরু করে ডানদিকের পৃষ্ঠায় শেষ করুন। একান্তই যদি পরের পাতায় যেতে হয় তাহলে আবার চিত্র আঁকতে হবে।

১০. পার্থক্য দেখাতে ছক ব্যবহার করুন। পার্থক্যের ছক হবে এরকম—

ক্রম	বিষয়	তাপ	উষ্ণতা
১.	সংজ্ঞা	তাপ শক্তির একটি রূপ।	উষ্ণতা কোনো বস্তুর তাপীয় অবস্থা।
২.	পরিমাপক যন্ত্র	তাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম ক্যালরিমিটার।	উষ্ণতা মাপক যন্ত্রের নাম থার্মোমিটার।
৩.	পরিমাপের একক	সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের এককের নাম ক্যালরি। এস. আই পদ্ধতিতে জুল।	সিজিএস পদ্ধতিতে উষ্ণতার এককের নাম ডিগ্রি সেলসিয়াস। এস. আই পদ্ধতিতে কেলভিন।

- পার্থক্যের ছক টানতে হবে পেন্সিলে।
- বিষয় মানে পার্থক্যের সংশ্লিষ্ট পয়েন্টটির শিরোনাম। এটি মূল পয়েন্টের নির্যাস।
- ক্রম, বিষয়, তাপ, উষ্ণতা— এ শিরোনামগুলো প্রমিনেন্ট করার জন্যে নীল কালির বল পয়েন্ট কলম ব্যবহার করতে পারেন।

১১. শুদ্ধ বানানের ব্যাপারে সচেতন হোন। বইয়ের বানানে কোনো ভুল থাকলে বাংলা একাডেমী প্রণীত বানান অভিধানের সহায়তা নিন।

১২. লেখার সময় যথাসম্ভব কাটাকাটি বা ঘষাঘষি এড়িয়ে চলুন। এক লেখার ওপর ওভাররাইটিং না করে সুযোগ থাকলে নতুনভাবে লিখুন। কোনো কিছু একান্তই কাটতে হলে একটি দাগ দিন। পাশে জায়গা থাকলে সেখানে লিখুন। তা না হলে একটি এয়ারো সাইন দিয়ে লাইনের ওপরে লিখুন। যেমন—

৫-কে এভাবে ওভাররাইট করে
৬ না বানিয়ে কেটে ৬ লিখুন



এভাবে নয় : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। / দ
এভাবে : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ দেশ।
দেশ
এভাবে : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ দেশ ...

অন্যান্য

১. খাতা রিভাইস করার সময় প্রশ্নের সবগুলো অংশের উত্তর করা হয়েছে কি না এর সাথে সাথে এ বিষয়গুলো বিশেষভাবে খেয়াল করুন- নাম, রোল/ রেজিস্ট্রেশন নম্বর, অঙ্কের হিসাব, গাণিতিক সূত্র ও চিহ্ন, শব্দের বানান, বাক্য গঠন, বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, প্রশ্ন নম্বর ইত্যাদি।
২. মার্জিনের ওপরে বা প্রশ্নপত্রে রাফ করা থেকে বিরত থাকুন। সূত্র বা উত্তরের কোনো হিন্টস পারতপক্ষে প্রশ্নপত্রে লিখবেন না।
৩. প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন- পেন্সিল রাবার শার্পনার ক্যালকুলেটর কম্পাস স্কেল ঘড়ি (সময় ৫ মিনিট এগিয়ে রাখা ভালো), একাধিক কালো কালির বল পয়েন্ট কলম, সাইন পেন/ মার্কার পেন ইত্যাদি পরীক্ষার আগের রাতেই গুছিয়ে রাখুন।
৪. লুজ শিট একাধিক বার নিলে তাতে ক্রম দিতে হবে- ১, ২, ৩ করে। সেইসঙ্গে নাম কিংবা রোল নম্বর বা কোড নম্বর (এটি পরীক্ষার নিয়মাবলি মোতাবেক জেনে নিয়ে) লিখতে হবে। তাহলে কখনো স্টেপলার খুলে গেলেও খাতা শনাক্ত করা যাবে। যদি ওএমআর শিটে পরীক্ষা হয় তাহলে লুজ শিটে রেফারেন্স হিসেবে কী লিখতে হবে তা পরীক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।
৫. বার বার চেয়ার ছেড়ে উঠে না গিয়ে একবারে ২/৩টি লুজ শিট নিয়ে রাখা যেতে পারে যদি পরীক্ষক অনুমতি দেন। আর পরীক্ষক নিজেই যদি আপনার কাছে এসে কাগজ দিয়ে যান তাহলে অন্যদের অসুবিধা না করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।
৬. সুতো সিস্টেম হলে শক্ত করে লুজ শিট মূল খাতার সাথে বাঁধুন। আর স্টেপলার করলে খাতার এপিঠ-ওপিঠ করে দুই প্রান্তে করুন, মাঝামাঝি নয়।
৭. বহুনির্বাচনী পরীক্ষায় সেটকোড ঠিকভাবে লিখুন। যে সেটের প্রশ্ন পাবেন সে সেটকোড উত্তরপত্রে লিখতে হবে। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর করা শেষে পুনরায় মিলিয়ে দেখুন সবগুলোর উত্তর করা হয়েছে কি না।
৮. বৃত্ত পূরণের ক্ষেত্রে কালো কালির বল পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন। বৃত্তের প্রান্ত থেকে ভরাট করতে করতে কেন্দ্রের দিকে আসুন। খেয়াল রাখুন- কলমের চাপে কাগজ যেন ছিঁড়ে না যায়।
৯. প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ডে কোনো নির্দেশনা আছে কি না তা খেয়াল করুন।

প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি জানেন, পরীক্ষা আপনার যোগ্যতা প্রমাণের একটি চমৎকার সুযোগ। আর পরীক্ষার খাতা পরীক্ষকের কাছে আপনার যোগ্যতা প্রমাণের একটি ক্ষেত্র। তাই খাতার মধ্য দিয়ে আপনার সম্পর্কে একটি সুন্দর ইমেজ পরীক্ষকের মনে এঁকে দেয়ার অভিপ্রায়েই খুঁটিনাটি কিছু টিপস এখানে তুলে ধরা হলো। এর পাশাপাশি সফল শিক্ষার্থী কণিকার ৩টি পর্ব আপনাকে পড়াশোনা ও পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পেতে সাহায্য করবে।

এ সহায়িকাটির কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার মতামত বা কোনো প্রশ্ন থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

মডারেটর, শিক্ষার্থী কার্যক্রম,

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

E-mail : student@quantummethod.org.bd